Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উর্দুর কয়েকজন ছোট গল্প লেখক-লেখিকা

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	উম্মে সালমা
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.2
Pages	27-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

উর্দুর কয়েকজন ছোট গল্প লেখক-লেখিকা

উম্মে সালমা

উর্দু সাহিত্যে ছোট গল্প তুলনামূলকভাবে নবতর সংযোজন। এর প্রকৃত সূচনা মুন্‌শী প্রেমচাঁদের হাতে উনিশ শতকের আশির দশকে। স্মর্তব্য, ভারতীয় অন্যান ভাষায় কথাসাহিত্য তখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

উর্দু ছোটগল্পের অধিকাংশই সমাজ-সচেতন রচনা। তবে কোনো কোনো লেখকের রচনায় রোমান্স ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। উর্দু ছোট গল্পকারদের রচনাবলির একটি রূপরেখা বর্তমান নিবন্ধে পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক, উর্দু ও ফার্সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ের বিবর্তনে মানুষকে নানারকম জটিলতা ও নিত্য-নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব জটিলতা নিরসনের জন্য মানুষ একদিকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করেছে, অপরদিকে মানসিক শ্রমও দিয়েছে। এই উভয়বিদ শ্রমের ফলে মানুষ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়েছে এবং কিছুটা প্রশান্তি ও চিত্তবিনোদনের আশায় সাহিত্যের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। সময়ের দাবিতে মানুষের প্রয়োজনে ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

উর্দু ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গল্পকারদের মধ্যে অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ খ্যাতিমান কয়েকজন ছোট গল্প লেখক-লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস বয়েছে।

প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৭) :

প্রেমচাঁদকে উর্দু ছোট গল্পের উদ্‌গাতা বলা হয়। তাঁর সময় থেকেই উর্দু ছোট গল্পের উদ্ভব হয়। তাঁর পূর্বসূরি পণ্ডিত রতন নাথ সারশার (১৮৪৭-১৯০২)) অবশ্য গল্প ও কাহিনী সৃষ্টির একটি ধারার প্রচলন করেছিলেন এবং "ফাসানা আমাদ" শীর্ষক গল্পে (১৮৮০) নওয়াবী যুগের শেষকালীন ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির চিত্র সুন্দর ও স্বার্থকভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল নামে মাত্র 'ফাসানা' বা গল্প। এর মধ্যে ছোট গল্পের সব বৈশিষ্ট্য বা কলা-কৌশল উপস্থিত নেই। এর বর্ণনা ভঙ্গি হলো কাহিনীর। খুব বেশি হলে ওটাকে অবিন্যস্ত উপন্যাস বলা যায়।

প্রেমচাঁদ ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতার নকীব। তাঁর গল্পে স্পষ্টভাবেই অনুরণিত হয়েছে বিপ্লবের পদধ্বনি ও আযাদীর স্বপ্ন। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কাহিনীর সূচনা হয় ১৯০৬ সালের দিকে। স্মর্তব্য যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গ-ভঙ্গ হয়ে যায়। সাধারণভাবে হিন্দুরা ছিলেন বঙ্গ-ভঙ্গের ঘোর বিরোধী। তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেন। প্রেমচাঁদও এই বঙ্গ-বিভাগ মেনে নিতে পারেননি। হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের ভাষাও তাঁকে প্রভাবিত করে। সে সময় থেকেই তিনি ইংরেজ-নীতির চরম বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯০৬ সালে তিনি "দুনিয়া কা-সব-সে আনমুল রতন" (বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান রত্ন) শীর্ষক গল্প রচনা করেন। এখানে 'মূল্যবান রত্ন' বলতে বোঝানো হয়েছে শোণিতের সেই রক্ত বিন্দুকে, যা দেশের কল্যাণে বইয়ে দেয়া হয়। *সোম-এ-ওয়াতান* শিরোনামে ব্রিটিশ বিরোধী পাঁচটি গল্পের সমন্বয়ে তিনি একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন ১৯০৯ সালে। এসব গল্পের চরিত্রসমূহের মাধ্যমে তিনি বিদেশী শাসকদের চরিত্র বর্ণনা করেন।

সোম-এ-ওয়াতান (দেশপ্রেমের প্রদাহ) শীর্ষক উত্তেজনামূলক গল্প প্রকাশের জন্য প্রেমচাঁদকে অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। মাদ্রাজের

ইন্সপেক্টর তাঁকে *সোম-এ-ওয়াতন*-এর কপিসমূহে (৫০০ কপি) অগ্নিসংযোগ করার নির্দেশ দেন। এত অত্যাচার-অবিচার সত্ত্বেও প্রেমচাঁদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে গল্প রচনা অব্যাহত রাখেন। ১৯১৯ সালে জলিয়ানওয়ালাবাগ-এর নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনও দ্রুত ছড়িয়ে যেতে থাকে। এসব ঘটনা প্রেমচাঁদকেও প্রভাবিত করে। ১৯২০ সালে তিনি সরকারি চাকুরি ছেড়ে রাজনৈতিক গল্প রচনা করতে লাগলেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়। ফলে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় "সমাজতন্ত্র" বা *সোসালিজম*। রাশিয়ার বিপ্লবও প্রেমচাঁদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর রচিত কাহিনী *প্রেম আশ্রম* (প্রেমের বাসস্থান) সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। যার নায়ক বলরাজ রাশিয়ার কৃষকদের মতই বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে চায় এবং সে কৃষক-রাজত্বের প্রয়াসী। "কাতেল কি মা" (হত্যাকারীর মা) শীর্ষক গল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর সহিংসবাদ। এ গল্পটি চরমপন্থীদের সহিংসবাদ এবং গান্ধীজীর অহিংসবাদ — এই দুই বিপরীতমুখী আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে। একদিকে মাতা রামেশ্বরী অসহিংসতার পক্ষপাতী; অপরদিকে পুত্র নুদ সহিংসতার মধ্য দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে সচেষ্ট।

ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করতে প্রেমচাঁদের গল্প যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর গল্পের অনেক প্লটই ভারতের আযাদী আন্দোলন সম্পর্কিত। প্রেমচাঁদ তাঁর বেশ ক'টি গল্পের প্রতিপাদ্য রাজপুতদের অতীত শ্রেষ্ঠত্ব থেকে নিয়েছেন। তিনি তাঁর কোনো কোনো গল্পে হিন্দু পরিবারের অতীত শৌর্য বীর্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গল্পের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে স্মরণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই প্রকার গল্পের মধ্যে 'বিক্রিমাদিত্য', 'রাণী সাধনা', 'রাজাহরদোল', 'গুনাহ্-কা-অগ্নিকুণ্ড' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রেমচাঁদের বেশির ভাগ গল্পের প্লট ভারতের কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনী নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। তিনি কৃষক সমাজের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এসব গল্পে। তিনি কৃষকদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের জনগণের সিংহভাগই গ্রামের অধিবাসী। সুতরাং গ্রামবাসীদের জাগ্রত করার মাধ্যমেই গোটা ভারতকে জাগিয়ে তুলতে হবে। একদিকে তিনি চেয়েছিলেন ভারতকে ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে, অপরদিকে চেয়েছিলেন ভারতের জনসাধারণকে পুঁজিপতিদের কবল থেকে মুক্তি দিতে। কারণ তিনি জানতেন, বিদেশী শাসকদের পাশাপাশি পুঁজিপতিরাও সাধারণ নাগরিকদেরকে শোষণ করে চলেছে, তাদেরকে নিজেদের

হাতের ক্রীড়নক করে রেখেছে। তাঁর রচিত "সমর পাত্র" শীর্ষক কাহিনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর মনোভাব পরিস্ফুটিত করেছেন। তিনি ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ চালনা করেন।

নিয়াজ ফতেহপুরী ও সাজ্জাদ হায়দার :

উর্দু সাহিত্যে এমন কিছু সংখ্যক ছোট গল্প লেখক-লেখিকা রয়েছেন, সেকেলে রীতিতে কেচ্ছা বলার মাধ্যমে হাস্য কৌতুক করাই ছিল যাঁদের লক্ষ্য। এঁদের মধ্যে নিয়াজ ফতেহপুরী ও সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম-এর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। সাজ্জাদ হায়দার ইয়াল্‌দারামের গল্পে কাব্যিকভাব ও রোমাঞ্চের ছাপ সুস্পষ্ট। এই গল্পগুলো পাঠক-পাঠিকার মন মাতিয়ে তোলে।

নিয়াজ ফতেহপুরীর গল্পের মধ্যে নিশ্চলতার ভাব কম পরিলক্ষিত হয়, তাতে রয়েছে প্রেম-উত্তেজনার প্রাধান্য। যেমন : তাঁর রোমানী গল্পের মধ্যে "যাইব-এ-মহব্বত" (ভালবাসার অভিযাত্রী), "হাম্‌রাকা গুলাব" (আল-হামরার গোলাপ ফুল)," কিউগ্যাড আওর সাইকী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। "চান্দ দিন বোম্বাই মে" (বোম্বাইতে কয়েক দিন) এবং "এক রাক্‌কাসা-সে" (এক নর্তকীর প্রতি) শীর্ষক গল্পগুলোও তাঁর রোমাঞ্চ প্রীতিরই পরিচায়ক।

সাজ্জাত হায়দার ইয়ালদারাম-এর গল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "মেরে আস্তানে ওয়ালে" (আমার আস্তানার প্রভু), "জাঁহা ফুল খিল্‌তে থে" (যেখানে ফুল প্রস্ফুটিত হতো), "একমু গান্নিয়া-সে ইল্‌তিজা" (এক গায়িকার প্রতি অনুরোধ), "যাঁয় চাহ্‌তা হুঁ" (আমি ভালবাসি), "কিলোপেট্রা" (ক্লিওপেট্রা), "মেরে বাদ" (আমার পরে), "কাহিরা কো দেখ কর" (কাহিরাকে দেখে), এবং "বীরান সন্‌ম খানে" (ধ্বংসপ্রাপ্ত মুর্তিঘর)।

অনুবাদ-গল্পকার :

উর্দু লেখক-লেখিকার মধ্যে এর বিকাশের-যুগে অনেকে আবার অনুবাদের দিকেও ঝুঁকেছিলেন। তাঁরা অন্যান্য সাহিত্য থেকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে জলিল আহমেদ কিদওয়াই রুশ গল্পের রূপান্তর করেন উর্দুতে। হামেদ আলী খান বাংলা এবং ইংরেজি গল্পের কিছু কিছু উর্দু তরজমা করেছেন। মনসুর আহ্‌মেদ ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, জাপানি ও জার্মান প্রভৃতি ভাষায় রচিত গল্পের উর্দু ভাষান্তর করেন। পিটার্স বোখারীর গল্পে পাশ্চাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। পিটার্সের রচনাবলিতে রয়েছে চিত্তাকর্ষক প্লট, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সমাজ-জীবনের প্রকৃত চিত্রাঙ্কন, যা উর্দু সাহিত্যে ইতোপূর্বে ছিল একেবারে অনুপস্থিত।

মজনুনগোরখপুরীর গল্প ইংরেজ গল্পকারদের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর গল্পের উপজীব্য বিষয়ের ভাব-গাম্ভীর্য, এমনকি প্লট নির্মাণেও ইংরেজ গল্পকারদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পে যে দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে, তা ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক হার্ডি থেকে গৃহীত। অবশ্য তাঁর কিছু কিছু গল্পে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, যেমন — "খাব ও খেয়াল" (স্বপ্ন ও কল্পনা), "বেগানা" (অপরিচিত), "শিকাস্ত এ-বেসদা" (আওয়াজহীন পরাজয়), "তুম্ মেরে হো" (তুমি আমার), "সমন পোশ" (মালতি পুষ্প পরিহিত), প্রভৃতি গল্প তাঁর নিজস্ব *স্টাইলের* পরিচয় বহন করে।

কৃষ্ণচন্দ্র (১৯১২-১৯৭৭) :

উর্দু গল্পকারদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রেমচাঁদের পরেই তাঁর স্থান। "তিলিস্ম্-এ-খেয়াল" (কল্পনার জাদু) তাঁর রচিত প্রথম গল্প-সংকলন। এই গ্রন্থের বেশির ভাগ গল্পে রোমান্স-*স্টাইল* পরিলক্ষিত হয়। "নাযারে" (দৃশ্য), "নাগ্মা-কি-মাওত্" (সংগীতের মৃত্যু), "ঘুংঘট সেঁ গোরী চলে" (ঘোমটায় সুন্দরী চলে), "টুটে হয়ে তারে" (খসে পড়া নক্ষত্র) প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন। কৃষাণ চন্দের রচনার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাতে কোথাও দুর্বলতা নাই। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে এমন হৃদয়গ্রাহিতা রয়েছে, যা সহজ সরল প্রাণেও প্রভাব বিস্তার করে। উপস্থাপন-রীতি ও বাচন-ভঙ্গীর নিপুণতার ফলে তার গল্প চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

রাজেন্দ্র সিংহবেদী (১৯১৫-১৯৮৪) :

তিনি তাঁর বেশির ভাগ গল্পে হিন্দু পরিবারের দৈনন্দিন জীবনকে রচনার মূল উপজীব্য বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকে চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলো গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। বেদীর গল্প পড়ে মনে হয়, তিনি আমাদের সেই সব পরিবেশ-পরিস্থিতির অনেক গভীরে নিয়ে যেতে চাইছেন এবং তিনি এতে সক্ষমও হয়েছেন।

শুধু হিন্দু সম্প্রদায়েরই নয়, তাঁর রচনায় সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পারিবারিক প্রাত্যহিক জীবনপদ্ধতির চিত্রাংকন করার প্রয়াসও লক্ষণীয়। তিনি কেরানী, দিন-মজুর, শ্রমিক প্রভৃতির দুঃখময় জীবনের ছবি এঁকেছেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এসব মানুষের জীবন-যাপন প্রণালীর কথাই বলেছেন। এসব বর্ণনায় তিনি গভীর মানবিক অনুভূতি ও আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কাহিনী সংকলনসমূহের নাম হচ্ছে "দানা ও দাম" (শস্য ও ফাঁদ), "গর্হন" (গ্রহণ), "কোখ্জলী" (বন্ধ্যা), "লম্বী লাড়কী" (লম্বা

বালিকা), "আপ্‌নে দুখ্ মুঝে দেদো" (নিজ দুঃখ আমাদের দিয়ে দাও), "ছোক্‌রী কি লুট" (বালিকা লুণ্ঠন), এবং "গুলামী" (দাসত্ব) ইত্যাদি। তাঁর লেখার পরিমাণ বেশি নয়। কিন্তু সবগুলোই সাহিত্যের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং মূল্যবান। এগুলো মনোরমও বটে।

সা'দত হাসান মন্টো (১৯১২-১৯৫৫) :

সা'দাত হাসান মন্টো উচুঁদরের সাহিত্যিক বলে সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় রুশ গল্পকার চেখ্‌ভ ও গোর্কির প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর গল্পে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে যৌন জীবন ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর। "ধোঁয়া", "ঠাণ্ডা গোশ্‌ত" (শীতল মাংস), "কালী শেল্‌ওয়ার" (কালা সেলোয়ার), "বাবু গোপীনাথ" (বাবু গোপীনাথ), "টোবাটেক সিং" (টোবাটেক সিং) এবং "খোল দো" (খুলে দাও) প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গল্প। মন্টোর বেশির ভাগ রচনায় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা স্থান পেয়েছে। সমাজের এই নিম্নশ্রেণির লোকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সম্মান দেয়া হয় না এদের, ভালবাসা থেকে এরা বঞ্চিত। বঞ্চিত করা হয় এদের সর্বপ্রকার অধিকার থেকেও। জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায় না এসব মানুষ। উপরতলার লোকেরা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত এদের ব্যবহার করে। সর্বদা এরা হয় নিপীড়িত ও নির্যাতিত। এদের অবস্থান ইতর প্রাণির মতই। এইসব মানুষের দুঃখ-কষ্টকেই মন্টো তাঁর গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা এবং পাওয়া-না পাওয়ার যন্ত্রণাকে।

ইস্‌মাত্ চুগতাই (জন্ম ১৯১৫) :

মন্টোর মত এঁর গল্পেও যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর গল্পে পারিবারিক জীবনের সমস্যাবলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন অর্থাৎ পারিবারিক জীবনযাত্রার মান যথা— শিক্ষাদীক্ষা, চাল-চলন, রুচি প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরেছেন। বস্তুত তিনি নারীদের অধিকার ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি এবং সামাজিক মর্যাদা ও নানা সমস্যা যেভাবে প্রকাশ করেছেন, সে রূপ অন্য কোনো লেখক প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে "কলিয়াঁ" (ফুলের কুঁড়িসমূহ), "চোটে" (আঘাতসমূহ), "এক বাত" (একটি কথা), "ছুই মুই" (লজ্জাবতী লতা) এবং "দো হাত" (দুই হাত) প্রভৃতি।

খাদীজা মাসতুর :

খাদীজা মাসতুরের গল্পেও নারী-সমাজ স্থান লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত রমণীকুল উপস্থিত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রসহ নানাদিকের

উল্লেখ রয়েছে খাদীজা মাসতুরের গল্পে। ইসমতের মত তাঁর রচনায়ও সামাজিক অন্যায়, দুর্নীতি এবং সমাজের সুবিধাবাদী শাসকগোষ্ঠী সৃষ্ট বিপর্যয়ের চিত্র বিভিন্ন গল্পের মধ্যে রয়েছে— "খেল" (খেলা), "বোছাড়" (ভারি বৃষ্টিপাত) এবং "চান্দ রোজ" (কতেক দিন) ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

হাজেরা মাসরুর :

হাজেরার রচনায় এক ধরনের আনন্দ উল্লাস দেখতে পাওয়া যায়। চাক্ষুদ দেখার পাশাপাশি তিনি হৃদয় দিয়েও অবলোকন করেছেন বিভিন্ন ঘটনাকে এবং সেসবই তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। তিনি যাদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, তাদের ব্যক্তিজীবনের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। প্রয়োজনে তিনি বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, এমনকি তাদের কামভাব সম্পর্কেও লেখনী ধারণ করেছেন। "চির্‌কে" (আঁচড়), "হায় আল্লাহ" তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প।

আহমদ নাদিম কাসেমী :

নাদীম কাসেমী পাঞ্জাবের গ্রামীণ জীবনকে তাঁর রচনার উপজীব্য করেছেন। তিনি গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এবং তাদের দুঃখ ও জরাজীর্ণতাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। বর্ণনার গুণে তাঁর গল্পও পাঠকের হৃদয়ের আন্তঃস্থল স্পর্শ করে। নাদীম কাসেমীর বেশ কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে — যেমন "বগুলে" (ঘুর্ণি হাওয়া), "আব্‌লে" (ফোসকা), "সন্‌নাটা" (নীরবতা), "আঁচল" (আচল), "দর ও দীওয়ার" (ঘর দোর) এবং "বাজার-ই-হায়াত" (জীবনের বাজার) ইত্যাদি।

বলবন্তু সিং :

বলবন্ত সিংহের রচনার মধ্যে ছোট গল্পের কতিপয় বিশেষ গুণাবলি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পের সামাজিক অনুভূতি বলতে বোঝায় সামাজিক বিবর্তন। তাঁর গল্পে চরিত্রায়ন, ঘটনার রূপায়ন, কথোপকথন-কোনোটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। সে জন্যই তাঁর কাহিনী সহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে "যজ্ঞ" (যজ্ঞ), "তারাও গোদ্" (কাঠামো), "সুন্‌হেরা দেস" (সোনালি দেশ) ও "পহ্‌লা পাত্‌থর" (প্রথম পাথর) উল্লেখযোগ্য।

উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক :

উপেন্দ্রনাথ আশকের গল্প সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের পটভূমিতে রচিত। মানুষের জীবন-যাপনের চলমান অবস্থার সংস্কার সাধন এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন করাই তাঁর রচনার উদ্দেশ্য। তাঁর গল্প সংকলন কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত

হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ "চাটান" (বড় পাথর) "কোঁওপল" (কুড়ি) "কাফাস" (পিঞ্জিরা), "নাসুর" (গভীর ক্ষত) প্রভৃতি।

আলী আব্বাস হোসাইনী (১৮৯৭-১৯১৯) :

আলী আব্বাস হোসাইনীর সর্বোত্তম সৃষ্টি হলো তাঁর গল্প "হার্‌জীত" (জয়-পরাজয়), "মেলা ঘুমনী" (মেলায় ঘুরে বেড়ানো), "হামারা গাঁও" (আমাদের গ্রাম), "বরফ-কি-সিল" (বরফের শিলা), "এক গুসলখানে মেঁ" (এক স্নানাগারে), "ভুক" (ক্ষুধা), "আই সি এস", "রফিক-এ-তন্‌হাই" (নির্জনতার সঙ্গী) ও "বাসী ফুল" (বাসি ফুল)। তাঁর রচনায় মানুষের ভালবাসা ও জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয় স্থান পেয়েছে এবং গভীর অনুভূতি সহকারে তা ব্যক্ত হয়েছে। অনিন্দ সুন্দর রচনাশৈলী ও প্রাঞ্জল ভাষার জন্য তিনি উঁচু দরের গল্পকার বলে পরিচিত এবং অনুরক্তদের কাছে সমাদৃত।

খাজা আহমদ আব্বাস :

উর্দু সাহিত্যে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে খাজা আহমদ আব্বাসের স্থানে শীর্ষে। তাঁর গল্পের মধ্যে চলমান জীবনের নিত্য ক্রিয়াকর্মাদি এবং ঘটনাবলির আবর্তন লক্ষণীয়। তাঁর সাহিত্যে কোথাও কোথাও রাজনীতি ও সামাজিক অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা তিনি অত্যন্ত সাদামাটাভাবে প্রণয়কাহিনী উপস্থাপন করেন এবং তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। "এক লাড়কী" (একটি বালিকা), "যাফরান- কে-ফুল" (জাফরানের ফুল) এবং "মাঁয় কওন হুঁ" (আমি কে) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত সংকলন।

হায়াত আহমদ আনসারী :

হায়াত আহমদ আনসারীর গল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষের স্থান সর্বাগ্রে। "আখেরী কোশিশ"-(শেষ চেষ্টা), "ঢাই সের আটা" (আড়াই সের আটা), "সাহারে কি তালাশ" (আশ্রয়ের সন্ধানে), "কমজোর পওদা" (দুর্বল চারা), "মা-বেটা" (মা ও ছেলে), "ভরে বাজার মে" (লোকারণ্য বাজারে), "মুবারক হো" (কল্যাণ হোক) এবং "নাকসীর" (নাকের অর্শ) ইত্যাদি তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। "ঢাইসের আটা" গল্পটিকে উর্দু ভাষায় প্রথম মার্কসীয় গল্প বলে বিবেচনা করা হয়।

রশীদ জাঁহা (মৃঃ ১৯৫৪) :

তার লেখায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারী সমাজের জীবন-যাত্রার নিখুঁত ও নিখাদ চিত্র পরিস্ফুট। নারীদের আচরণ, জ্ঞানচর্চা—এক কথায় নারী সমাজের চাওয়া পাওয়ার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় রশীদ জাঁহার লেখায়। *অওরাত্* (নারী) নামে তাঁর গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

আখতার হোসাইন পুরী (জন্ম ১৯১২) :

উর্দু ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা এবং ফরাসি ভাষায় তাঁর দখল ছিল। এ সব ভাষা থেকে তিনি বেশ ক'টি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্প সংকলনের মধ্যে *মহব্বত অওর নফ্‌রত* (ভালবাসা ও ঘৃণা) এবং *জিন্দেগী কা-মেলা* (জীবনের মেলা) উল্লেখযোগ্য।

আখতার আনসারী :

বর্ণনায় তিনি সত্যাশ্রয়ী ও সাদাসিধে। কিন্তু বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য নির্মাণে তাঁর এত সতর্ক দৃষ্টি ছিল যে, ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠক পাঠিকার চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন। মানব-জীবনের ছোট খাট ঘটনা বর্ণনাই তাঁর গল্পে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর গল্পে বাস্তবতা রয়েছে। তাঁর উপস্থাপন-ভঙ্গী চমৎকার। *আন্ধী দুনিয়া* (অন্ধ পৃথিবী), *খুনী* (হত্যাকারী), *ইয়েজিন্দেগী* (এই জীবন) এবং *নারী* (নারী) প্রভৃতি তার প্রকাশিত গল্প সংকলন।

আগতার উরীনবী (জন্ম ১৯১০) :

বিহারের খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাঁর কয়েকটি গল্প গ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে "মান্‌যার্ ও পস্ মান্‌যার" (দৃশ্য ও পটভূমি), "কেঁচলিয়া অওর বাল-ই-জিব্রিল" (সাপের খোলস ও জিব্রাইলের ডানা), "এক মামুলী সি লাড়কী" (একটি সাধারণ মেয়ে), "ইয়ে দুনিয়া" (এই পৃথিবী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সোহেল আজীব-আবাদী :

তিনি প্রেম চাঁদের অনুসারী। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্পে। গ্রামীণ জীবনের সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক রচনা তাঁকে অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

মুনতায মুফ্‌তী :

তাঁর গল্পে কোথাও কোথাও সামাজিক চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ "আন্‌কাহী" (যা বলার যোগ্য নয়), "চুপ" (চুপ), "ঘাহ্‌মা ঘাহ্‌মী" (জাঁকজমক) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

হাসান আসকারীর দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে— *জাযীরে* (দ্বীপ সকল) ও *কিয়ামত্ হামরিকাব আয়ে-না-আয়ে* (কেয়ামত সঙ্গে আসুক বা না-ই আসুক)। তাঁর গদ্য রচনাশৈলী চমৎকার। গল্পের ভাষ্য প্রমাণ করে যে তাতে প্রাণ আছে, জীবন আছে। ইদানীং তিনি ধর্ম-বিষয়ক সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে আসছেন।

আজীব আহমদ :

আজীব আহমেদের গল্প পাশ্চাত্য সাহিত্য তথা পাশ্চাত্য জীবন-পদ্ধতির প্রেক্ষিতে রচিত। নর-নারীর অবাধ মেলামেশার বিষয় তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর রচনায় বিষয় ও আঙ্গিক একটু ভিন্ন এবং তাঁর এই ভিন্নতা উর্দু সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে নিঃসন্দেহে। তাঁর দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো— *রক্স-ই-নাতামাম* (অসম্পূর্ণ নৃত্য) এবং *বেকার দিন বেকার রাতে* (বেকার দিন বেকার রাতগুলো)।

গোলাম আব্বাস :

গোলাম আব্বাস তাঁর গল্পে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যাতে গল্পের সূত্র গ্রথিত হয় এবং চলমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যাও পরিস্ফুটিত হয়। "জনন্দী" তাঁর বিখ্যাত গল্প। এ ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে রয়েছে "সাঁয়ে" (ছায়াগুলো), "ওভারকোট" (ওভার কোট); "হম্মাম মে" (স্নানাগারে), "ধনুক" (ধনুক), "জুওয়ারী" (জুয়াড়ি), "সামঝোতা" (সমঝোতা), ইত্যাদি।

হান্স রাজ রাহবার :

তাঁর গল্পের মধ্যে সামাজিক বর্বরতা এবং মানবেতর জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়ের প্রতিকারের জন্য তিনি প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর রচিত "আব্ ও তব্" (এখন ও তখন), "নয়া উফক" (নতুন দিগন্ত), এবং "হামলোগ" (আমরা), ইত্যাদি গল্পে অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশ্চুপ সংকেত পাওয়া যায়। উল্লিখিত গল্পসমূহে সমাজের সেই সব মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত, যাদের হৃদয়ের অনুভূতিসমূহ কখনও ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে না, হৃদয়ের সাঝেই গুমরে মরে। রাহবার সমাজের করুণ অবস্থাকে চিত্রায়িত করেছেন সুন্দর ও সাবলীল ভাষায়।

শওকত সিদ্দিকী :

শওকত সিদ্দিকীর রচনায় তাঁর গভীর চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষণীয়। তাঁর বেশির ভাগ রচনা অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সঠিক ছবি ফুটে উঠেছে। *তীস্‌রা আন্‌ধেরা* (তৃতীয় অন্ধকার), *কীমিয়াগর* (রাসায়নিক), *রাতোঁ-কা-শহর* (রাত্রির নগর) এবং *আন্‌ধেরা আওর আন্‌ধেরা* (অন্ধকার-ই-অন্ধকার) তাঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

দেবেন্দ্র চ্যাটার্জী :

দেবেন্দ্র চ্যাটার্জীর গল্পে গরীব দুঃখীর দুঃখ-দৈন্য ও সদাসিধে জীবন-যাপনের রূপায়ন পরিলক্ষিত হয়। দুঃখ-দুর্দশার তারে নুয়ে পড়া মানুষ চায় একটুখানি হাসতে, তারা চায় সুখের গান গাইতে। মাঝে মধ্যে সাদামাঠা জীবন পরিহার করে রঙ্গীন জীবনের দিকে পা-বাড়াতে চায় তারা। এসব মানুষের চাওয়া পাওয়া আশা-আকাঙ্খা এবং না পাওয়ার বেদনার কথাই তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। *লাল ধরাতী* (লাল পৃথিবী), *অগলা পড়াও* (পরবর্তী শিবির), *কামীন্ গাহ্*, (ঘাতের স্থান), *কব্‌রোঁ-কো-বীচোঁ বীচ* (সমাধিসমূহের মাঝ) এবং *নয়ে ধান-সে-পাহ্‌লে* (নতুন ধানের আগে) ইত্যাদি গল্প-সংকলন তাঁর চিন্তা ও মননের মুকুরস্বরূপ।

আহমদ আলী আহমদ :

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের বিভিন্ন দিককে তিনি তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এ সবের মধ্যে দিল্লীর মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে বেশি। ধর্ম, রাজনীতি এবং মৌলবীদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ফাঁক-ফোকর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তিনি ; আল্লাহ ও আল্লাহর সৃষ্ট জগতের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর লেখায় যৌন বিষয়ও স্থান পেয়েছে এবং অবশ্যই তা শৈল্পিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উপস্থাপন-ভঙ্গিমায় পাশ্চাত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। *শোলে* (অগ্নিশিখা), *হামারী গলি* (আমাদের গলি) এবং *কয়েদখানা* (জেলখানা) তাঁর প্রকাশিত সংকলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সাদেক আল-খায়ের :

সাদেক আল-খায়েরীর ছোট গল্পের সংকলন *শাম্-এ-আনজুমান*, (সভার বাতি) *ধনুক* (ধনুক) ও *বিল্‌কীস* (বিলকসি), এ তিনটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখনি ভঙ্গিতে প্রাচ্যরীতির ছায়া রয়েছে।

আন্‌ওয়ার আযীমের গল্পে অতীত স্মৃতিচারণের বিস্তর চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর লেখা গভীর মননশীলতা ও সুচিন্তার ফসল। তাঁর অতীতচারিতা এমনভাবে ভাষা পেয়েছে গল্পে, যা ভবিষ্যতের আশার আলো দেখায় মানুষকে। তাঁর সেরা গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে "কিস্‌সা এক রাত্-কা" (এক রাতের কাহিনী), "লুঢ়ক্‌তী চাটান" (গড়িয়ে পড়া পাথর), "ঠাণ্ডী সুরং" (শান্ত গুরঙ্গ), "দর্‌দ্-কা-কোই সাহিল নাহি" (দুঃখের কোন কুল নেই) এবং "সাতু মনযিলা ভূত" (সাত মনযিলের ভূত)।

সাইয়েদ আনওয়ার :

সাইয়েদ আনওয়ারের গল্পে সুন্দর ভবিষ্যতের বাসনা ছাড়া অন্য কিছু নাই। *আগ্-*

কি-আগোশ মেঁ (অগ্নিকোলে) এবং *মন্যিল কি তরফ* (উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে) ইত্যাদি তাঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে প্রধান।

আবদুল হামিদ :

হামিদ নিজেকে অতীতের বাহুবন্ধনে এমনভাবে জড়িয়ে রাখেন যেন বর্তমানের সাথে তাঁর সম্পর্ক নামকা ওয়াস্তে। কিন্তু তিনি প্রকৃতির ছবি সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন। তাঁর গল্পসংকলন *খিযাঁ-কা-গীত* (শরৎ ঋতুর গান)।

জিলানী বানু :

জিলানী বানুর গল্পে রয়েছে তীক্ষ্ণ গভীর চিন্তার ছাপ। তিনি জীবন চলার প্রাত্যহিক ঘটনাবলিকে অত্যন্ত সাদামাটা অথচ হৃদয়গ্রাহী করে চমৎকার ভাষায় উপস্থাপন করতে পেরেছেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অসঙ্গত দিক এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখায় প্রতিবাদ পাওয়া যায়। "মোম্‌কি মর্‌য়ম" (মোমের মরয়ম) তাঁর সার্থক গল্পের অন্যতম।

আশফাক আহমেদ :

গল্পে ভালবাসার স্বভাবজাত বাসনার বহিঃপ্রকাশকে তিনি সুন্দরভাবে অংকিত করেছেন। "তালাশ" (সন্ধান), "সংদিল্" (পাষাণ হৃদয়), "বাবা অওর আম্মী" (বাবা এবং মা) ইত্যাদিতে তাঁর ভালোবাসার চিত্র মেলে। তাঁর গল্পের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অতীতের ঘটনা নিয়েই তিনি বেশি মগ্ন থেকেছেন। অবশ্য তাঁর অতীত চারণের মধ্যে বিষণ্নতার ছাপ নেই, বরং তা মনে আনন্দের লহর সৃষ্টি করে। তাঁর গল্প "রাত বীত্ রাহী হায়" (রাত কেটে যাচ্ছে), "মাস্‌কান" (বাসভবন), "তোতাকাহানী" (তোতার কাহিনী), "আজীব বাদশা" (অদ্ভুত বাদশা) ইত্যাদিতে তাঁর অতীত প্রীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

ইনতেযার হোসাইন :

ইনতেযার হোসাইনের গল্পে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও তার আশপাশের খুঁটিনাটির চিত্র মেলে। তাঁর গল্প পড়ে শেষ করলে স্বভাবতই মনে হবে যে, তিনি বিশেষ গল্পে বিশেষ ধরনের জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং সে সম্পর্কে আর কোনো নতুন কথা অবগত হওয়ার আবশ্যকতা আদৌ নেই। "আখিরী মোম্‌বাত্তী" (সর্বশেষ মোমবাতি) এবং "মজ্‌মা" (সম্মিলন) তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত গল্পকার ছাড়াও উর্দু সাহিত্যে আরো অনেক গল্পকার রয়েছেন। ইকবাল, মুজবি আহমদ, ইউসুফ, শাকিলা আখতার, মাসীহুল হাসান, ইকবাল

মতিন, আবেদ হুসাইন, রতন সিং, শওকত হায়াত, ইমারত তারেক, এ জাম রাহী, শাহেদ রশীদ আহমদ ও দাউদ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় এবং আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। উর্দু গল্পের অনেক লেখকেরই স্বাধিকার, গণতন্ত্র, মানুষের বুনিয়াদী সম্মান ও যুক্তির উপর বিশ্বাস রয়েছে। তাই তাঁরা জমিদারি ও সব ধরনের আভিজাত্যের বিরোধী। এঁদের অনেকে আন্তরিক ও বস্তুনিষ্ঠ রচনার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের আসনে আসীন হতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জি

ইজাস হুসাইন, ১৯৬৮ — *মুখতাসার তারীখ-এ-আদব-এ-উর্দু*। করাচী : ফীরোয সন্স।

সৈয়দ এহ্‌তেশাম হুসাইন, ১৯৮৩ — *উর্দু আদাব কি তানকীদী তারীখ*। নয়া দিল্লী : তরক্কী-এ-উর্দু।

ওকার আযীম ১৯৮২ — *নয়া আফ্‌সানা*। *আলীগড় : এডুকেশন প্রেস।*

আযীয আহমদ ১৯৮৭ — তরক্কী পছন্দ আদাব। নয়া দিল্লী :

টালা মানিক ১৯৮৮ — *প্রেম চাঁদ-কুছ নয়ে মাবাহিস*। দিল্লী : মডার্ন পাবলিশিং হাউস।

মির্যা মুহম্মদ আসকারী ১৯[illegible] — *তারীখ-এ-আদাব-এ-উর্দু*। লখনৌ : নওয়াল কিশোর প্রেস।

জীলানী বানু ১৯৬০ — *কৃষণ চন্দ*। দিল্লী : দিল্লী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

রইসুল কামার ১৯[illegible] — *তরক্কী পছন্দ আদাব*। নয়াদিল্লী।

সরদার জাফরী *তরক্কী পছন্দ আদাব।*
১৯৮৬ আলীগড় : আনজুমান-এ-তরক্কী-এ-উর্দু।

সালাম সামদেলবী *উর্দু নসর পর তানকীদী নযর।*
১৯৬৩ লাহোর : মজলিস-এ-তরক্কী-এ-আদাব।